পাঁচথুপি হরিপদ গৌরীবালা কলেজ

দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক হরপ্রসাদ দে

আজকের ক্লাসের বিষয় :

ন্যায় দর্শনে উল্লিখিত মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ :

মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ

- ন্যায় দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম তাঁর ‘ন্যায়সূত্র’ গ্রন্থে প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়ে বলেছেন: “ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানম্ অব্যপদেশ্যম্ অব্যাভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্ “। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা ইন্দ্রিয় ও অর্থের (বিষয়ের) সন্নিকর্ষ হতে উৎপন্ন এবং যা অশাব্দ(অব্যপদেশ্য),অভ্রান্ত (অব্যভিচারি) ও নিশ্চয়াত্মক (ব্যবসায়াত্মক)।

অন্নংভট্ট প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণ

অন্নংভট্ট তাঁর ‘তর্কসংগ্রহ’ গ্রন্থে বলেছেন : “ইন্দ্রিয়ার্থ- সন্নিকর্ষ জন্যং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্”।অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সন্নিকর্ষ হতে উৎপন্ন জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান।

লক্ষণে উল্লিখিত বিভিন্ন পদের অর্থ

ইন্দ্রিয়:- ‘ইন্দ্রিয়’ শব্দের দ্বারা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মনকে বুঝতে হবে ।

অর্থ:- অর্থ শব্দের দ্বারা সৎ বা বাস্তব পদার্থকে (real entities) বুঝতে হবে ।

সন্নিকর্ষ:- সন্নিকর্ষ শব্দের দ্বারা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের মধ্যে এক প্রকার সম্বন্ধকে বোঝায়।চক্ষুরাদি ছটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কোন একটির সঙ্গে কোন একটি বাস্তব পদার্থের সন্নিকর্ষ হলে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়,তাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে।প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষ জন্য বলা হলেও ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষই প্রত্যক্ষের একমাত্র কারণ নয়। মনের সঙ্গে আত্মার সংযোগ, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের সংযোগ ও প্রত্যক্ষের কারণ। কিন্তু ওইগুলি অনুমান ইত্যাদি জ্ঞানেরও কারণ বলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের লক্ষণে ওই গুলি উল্লেখিত হয়নি। কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যা অসাধারণ কারণ তাই উল্লেখিত হয়েছে।

অব্যপদেশ্য:- ‘অব্যপদেশ্য ’ বলতে বোঝায় ‘অশাব্দ’ অর্থাৎ যাকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এই ‘অব্যপদেশ্য ‘ শব্দটির দ্বারা মহর্ষি গৌতম ‘ নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষের ‘ উল্লেখ করেছেন।

অব্যভিচারি:- ‘অব্যভিচারি’ বলতে বোঝায় ‘নিঃসন্দিগ্ধ বা অভ্রান্ত ‘।

ব্যবসায়াত্মক:- ‘ব্যবসায়াত্মক’ বলতে বোঝায় ‘জ্ঞানাত্মক্’।

প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্যান্য কারণ

- নৈয়ায়িকগণ ইন্দ্রিয় ও অর্থের সন্নিকর্ষকে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ বললেও তাকে একমাত্র কারণ বলেন না।যখন আত্মার সঙ্গে মনের, মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ হয়, কেবল তখনই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মায়। তাহলে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ বলতে বোঝায়:(1) আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ। (2) মনের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ এবং(3) ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে অর্থের সন্নিকর্ষ।প্রথম দুটি কারণ হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাধারণ কারণ ও শেষোক্ত কারণটি হল অসাধারণ কারণ বা করণ।শেষোক্ত কারণটি প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে সাধারণ ভাবে বর্তমান নেই।

লক্ষণটির বিরুদ্ধে আপত্তি:

কোন কোন নৈয়ায়িক ও বেদান্তী প্রত্যক্ষের এই লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা করছেন। তাঁরা বলেন, এই লক্ষণ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সমন্বয় হয় না।ঈশ্বর সবকিছুই প্রত্যক্ষ করেন।কিন্তু ঈশ্বরের ইন্দ্রিয় না থাকায় ঐ প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নকর্ষ জন্য বলা যাবে না।

অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা নিরসন:

এই অব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্য নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষের লক্ষণ দিয়েছেন: “ প্রত্যক্ষস্য সাক্ষাৎকারিত্বং লক্ষণম্” ।অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ প্রতীতি বা সাক্ষাৎ জ্ঞান। বিশ্বনাথ বলেছেন: “জ্ঞান অকরণকং জ্ঞানং প্রত্যক্ষম্” ।অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হল সেই জ্ঞান যাতে অন্য জ্ঞান করণ হয় না ।তাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান অকরণক জ্ঞান। অনুমিতি জ্ঞানে ব্যপ্তিজ্ঞান করণ, উপমিতি জ্ঞানে সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, শাব্দজ্ঞানে পদজ্ঞান করণ।কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানে অন্য জ্ঞান করণ হয় না ।

নব্যনৈয়ায়িক মতে, প্রত্যক্ষের এই লক্ষণের দ্বারা জীবের প্রত্যক্ষ ও ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উভয় ব্যাখ্যা করা যায়। তাই এই লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ হয় না ।

কিন্তু “ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নকর্ষোৎপন্নং” এই পদের দ্বারা মহর্ষি গৌতম অনিত্য জীব প্রত্যক্ষেরই লক্ষণ দিয়েছেন, ঈশ্বরের নিত্য প্রত্যক্ষ উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যই নয়- একথা বিশ্বনাথ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে প্রথমে বলেছেন।সুতরাং মহর্ষি গৌতম প্রদত্ত প্রত্যক্ষের লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা অমূলক।

সমাপ্ত।